12295 - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্তাবলি

প্রশ্ন

অনুগ্রহ করে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-র শর্তাবলি বুঝিয়ে বলবেন।

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্ত সাতটি। সেগুলো হচ্ছে: ইলম, ইয়াকীন, কবুল করা, নতি স্বীকার করা, সত্যবাদিতা, একনিষ্ঠতা, ভালোবাসা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

শাইখ হাফেয আল-হাকামী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ‘সুল্লামুল উসূল’ নামক পঙক্তিমালায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’-র শর্তাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

العلم واليقين والقبـــول ***** والانقياد فادر ما أقول

والصدق والإخلاص والمحبة ***** وفقك الله لما أحبــه

“ইলম, ইয়াকীন, কবুল করা ও নতি স্বীকার করা; আমি যা বলছি তা জেনে নাও।

সত্যবাদিতা, একনিষ্ঠতা, ভালোবাসা। আল্লাহ যা ভালোবাসেন তোমাকে সেটা পালন করার তাওফিক দিন।”

প্রথম শর্ত: ইলম (জানা)

এ কালিমার অর্থ জানা। এ কালিমাতে نفي (নাকচকরণ) ও إثبات (সাব্যস্তকরণ) দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা অবগত হওয়া। এমন জানা যা অজ্ঞতাকে নাকচকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ

“জনেে নাও: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (কোন উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া)।”[সূরা মুহাম্মাদ: ১৯]

তনিি আরো বলনে:

إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ

“তবে তারা ছাড়া যারা সত্যরে (তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর) প্রতি সাক্ষ্য দয়িছে এ অবস্থায় য, তারা জানে।”[সূরা যুখরূফ: ৮৬] অর্থাৎ মুখ দয়িে তারা যা উচ্চারণ করছে অন্তর দয়িে সটেরি অর্থ তারা জনেছে। সহীহ হাদীসে আছ: উসমান রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেনে, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة) “য ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করব য, স জানে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (কোন উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া) স জান্নাতে প্রবশে করব।”

দ্বতিীয় শর্ত: ইয়াকীন (দৃঢ় বশি্বাস)

এই কালমিা উচ্চারণকারী এই কালমিার মর্মরে প্রতি সুনশ্চিতি অনড় বশি্বাসী হওয়া। কারণ নশ্চিতি জ্ঞান ছাড়া অনুমান ঈমানরে কোন কাজে আস না। সুতরাং য ঈমান সন্দহে ঢুকছে স ঈমানরে কী অবস্থা? মহান আল্লাহ বলনে:

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

“মুমনি কবেল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে প্রতি ঈমান এনছে, এরপর তারা সন্দহে পোষণ করনে। আর নজিদেরে সম্পদ ও নজিদেরে জীবন দয়িে আল্লাহর রাস্তায় জহিাদ করছে। এরাই সত্যনষ্ঠি।”[সূরা হুজুরাত: ১৫]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে প্রতি তাদরে ঈমানরে সত্যতার ক্ষত্রেে শর্ত করা হয়ছে যনে তারা সন্দহে পোষণ না কর। সন্দহে পোষণকারী মুনাফকিদরে অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ হাদীসে আছ: আবু হুরায়রা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “আমি সাক্ষ্য দচ্ছি য, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (কোনো উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া) এবং আমি তাঁর রাসূল (বার্তাবাহক)। য কোনো বান্দা এ দু’টো সাক্ষ্য নয়িে কোনো সন্দহে পোষণ করা ছাড়া আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করব স জান্নাতে যাব।” অন্য বর্ণনাতে এসছে: “য কোনো বান্দা এ দু’টো সাক্ষ্য নয়িে সন্দহেমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব তার জান্নাতে প্রবশেে কোনো প্রতবিন্ধকতা থাকব না।”

আবু হুরায়রা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি দীর্ঘ একটি হাদীসে রয়ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে

নজিরে জুতা-জোড়াসহ পাঠয়িে বলনে: “এ দয়োলরে পছেনে তুমি যাকে পাবে সে যদি অন্তররে নশ্চিতি বশ্বিাসসহ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সাক্ষ্য প্রদান করে তাকে জান্নাতরে সুসংবাদ প্রদান কর”।

তনিি এই কালমিা উচ্চারণকারীর জান্নাতে প্রবশে করার ক্ষত্রেে শর্ত করছেনে উচ্চারণকারীর অন্তর এ কালমিার প্রতি সন্দহেমুক্ত ও নশ্চিতি বশ্বিাসী হওয়া। শর্ত পাওয়া না গলেে ফলাফলও পাওয়া যাবে না।

তৃতীয় শর্ত: কবুল করা

এ কালমিা যা দাবি করে সটোকে অন্তর ও জহি্বা দয়িে কবুল করা। আল্লাহ তাআলা আমাদরে কাছে পূর্ববর্তীদরে ঘটনাবলি উদ্ধৃত করে জানয়িছেনে যে, যারা এ কালমিাকে গ্রহণ করছে তাদরেকে বাঁচানো হয়ছে; আর যারা এ কালমিাকে প্রত্যাখ্যান করছে ও অস্বীকার করছে তাদরে থকেে তনিি প্রতশিোধ নয়িছেনে। আল্লাহ তাআলা বলনে:

ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ 22 مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡجَحِيمِ 23 وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ 24 ۞ إلى قوله ۞إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ 35 وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٖ مَّجۡنُونِۭ 36

ভাবানুবাদ: “(ফরেশেতাদরেকে বলা হবে) ‘জালমেদরেকে, তাদরে দোসরদরেকে এবং আল্লাহকে বাদ দয়িে তারা যে সবরে পূজা করত তাদরেকে একত্রতি করো। তারপর তাদরেকে জাহান্নামরে পথে নয়িে যাও। আর তাদরেকে থামাও; কারণ তাদরেকে জজ্ঞিাসা করা হবে।”.....

“যখন তাদরেকে বলা হতো: ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (কোনো উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া) তখন তারা ধৃষ্টতা দখোত। আর তারা বলত: আমরা কি এক পাগল কবরি কথায় আমাদরে উপাস্যদরেকে ত্যাগ করব?”[সূরা সাফ্ফাত: ২২-৩৬]

এখানে আল্লাহ তাআলা তাদরেকে শাস্তি প্রদান করার কারণ ও হতেু নর্িধারণ করছেনে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা থকেে অহংকার করা এবং যনিি এ কালমিা নয়িে এসছেনে তাকে মথি্যা প্রতপিন্ন করা। তথা এই কালমিা যটোকে নাকচ করছে তারা সটোকে নাকচ করনেি এবং এ কালমিা যটোকে সাব্যস্ত করছে তারা সটোকে সাব্যস্ত করনেি। বরং অহংকার করে বলছে:

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ

ভাবানুবাদ: “সে কি বহু উপাস্যকে এক উপাস্য বানয়িে ফলেছে? এ তো এক অদ্ভুত ব্যাপার! তাদরে মোড়লরো এই বলে চলে গলে: ‘তোমরা গয়িে তোমাদরে উপাস্যদরে উপাসনায় অটল থাকো। নশ্চিয় এটা (তোমাদরে বরিুদ্ধে) একটি উদ্দশ্যেমূলক ব্যাপার। আমরা তো সর্বশষে ধর্মে (খ্রষ্টিান ধর্মে) এ কথা শুননি! এটি মথি্যা উদ্ভাবন ছাড়া কছিুই নয়।”[সূরা সোয়াদ: ৫-

৭]

মহান আল্লাহ তাদেরকে মথি্যা প্রতপিন্ন করে তাদের জবাব দলিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বচন। আল্লাহ বললনে:

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ

ভাবানুবাদ: "(এ রকম বাজে কথা) বরং তনিি সত্য নয়িে এসছেনে এবং (অন্য) রাসূলদরেকে সত্যায়ন করছেনে।"[সূরা সাফ্ফাত: ৩৭]

তারপর যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে গ্রহণ করে নয়িছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেনে:

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

ভাবানুবাদ: "তবে আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দারা নয়। (তারা তাদের সৎকাজের পুরস্কার পাবে) তাদের জন্য (জান্নাতে) রয়ছেে নর্িদষ্টি জীবকিা, ফলমূল। তারা পুরস্কৃত হবে জান্নাতুন নাঈমে (সুখের বাগানে)।"[সূরা সাফ্ফাত: ৪০-৪৩]

সহীহ হাদীসে আছে: আবু মুসা রাদয়িাল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে: "যে হদোয়াত ও ইলম দযিে আল্লাহ আমাকে প্ররেণ করছেনে তার উদাহরণ হল প্রচুর বৃষ্টপিাতের মত। যে বৃষ্টি কোন একটি ভূখণ্ডের উপর পড়ছে। এর মধ্যে কছিু ছলি ভালো মাটি, যা পানকিে গ্রহণ করছেে এবং প্রচুর উদ্ভদি ও লতাপাতা উৎপন্ন করছে। আবার অন্য কছিু মাটি ছলি শক্ত। সে মাটি পানকিে ধরে রাখনেি এবং সখোনে উদ্ভদিও গজায়নি। এটা হলো সইে ব্যক্তরি উপমা যে আল্লাহর দ্বীনে গভীর জ্ঞান অর্জন করছেে এবং আল্লাহ যা দযিে আমাকে প্ররেণ করছেনে তার দ্বারা তাকে উপকৃত করছেনে। অতঃপর সে নজিে এ জ্ঞান শখিছেে ও অন্যকে শক্ষিা দযিছে। এবং ঐ ব্যক্তরি উপমা, যে আল্লাহর দ্বীনরে ব্যাপারে মাথা তুলনেি এবং আল্লাহর হদোয়াত কবুল করনেি, যা দযিে আমি প্ররেতি হয়ছে।"

চতুর্থ শর্ত: নতি স্বীকার করা

এ কালমিা যা নর্িদশে করে সটোর প্রতি নতি স্বীকার করা, যা প্রত্যাখ্যানরে বপিরীত। মহান আল্লাহ বলনে:

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"যে নজিকেে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে এ অবস্থায় যে, সে মুহসনি (ভালো আমলকারী) সে সর্বাধকি মজবুত হাতল (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ধারণ করল। আর সব বষিয়রে শষে পরণিতি আল্লাহর কাছইে।"[সূরা লোকমান: ২২]

আয়াতে يُسْلِمْ وَجْهَهُ এর অর্থ يَنْقَادُ (নতি স্বীকার করে) এ অবস্থায় যে, সে একত্ববাদী মুহসনি (ভালো আমলকারী)। যে ব্যক্তি নজিকে আল্লাহর দকিে সমর্পণ করনে এবং সে মুহসনি নয় সে মজবুত হাতল ধারণ ধরনে। আল্লাহর নম্নিোক্ত বাণীর মর্ম এটাই:

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا

“আর যে কুফরি করছে তার কুফরি যনে আপনাকে চন্তিতি না কর; (কনেনা) আমার কাছইে তাদরে প্রত্যাবর্তন (নর্িধারতি আছ)। তখন আমি তাদরেকে তাদরে যাবতীয় কৃতকর্ম অবহতি করব।”[সূরা লোকেমান: ২৩]

সহীহ হাদীসে আছ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “তোমাদরে কউে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা নয়িে এসছে িসটোর অনুগামী না হব।” আর এটাই হলো চূড়ান্ত নতি-স্বীকার ও বশ্যতা।

পঞ্চম শর্ত: সত্যবাদতিা

এ কালমিা বলায় সত্যবাদী হওয়া; যা মথি্যাকে নাকচকারী। তা এভাবে য, অন্তর থকেে সত্যভাবে এ কালমিাটি বলা; যাতে করে মুখরে বলাটা অন্তররে সাথে মলিে। মহান আল্লাহ বলনে:

الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

“আলফি-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা ঈমান এনছে’ি বললইে তাদরেকে ছড়েে দওেয়া হবে এবং তাদরেকে পরীক্ষা করা হবে না? তাদরে পূর্বে যারা ছলি আমি তো তাদরেকওে পরীক্ষা করছেলিাম। আল্লাহ অবশ্যই সত্যবাদী আর মথি্যাবাদীদরেকে (সুস্পষ্টরূপে) জনেে নবিনে।”[সূরা আনকাবূত: ১-৩]

যে সমস্ত মুনাফকি অসত্য অভপ্রিায় নয়িে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছেলি, তাদরে ব্যাপারে আল্লাহ বলনে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

“আবার কছিু মানুষ আছে যারা বল: ‘আমরা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনছে’ি কন্তিু তারা আসলে ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও বশ্বিাসীদরেকে ধোঁকা দতিে চায়; তবে কার্যত তারা নজিদেরেকইে ধোঁকা দয়ে, যা তারা বুঝতে পারে না। তাদরে অন্তরে ব্যাধি আছ; আল্লাহ তাদরে সে ব্যাধি বাড়য়িে দয়িছেনে। আর মথি্যা বলার কারণে তাদরে জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি

নর্িদষ্টি আছে।”[সূরা বাকারা: ৮-১০]

সহীহ বুখারী ও মুসলমিে আছে: মুয়ায ইবনে জাবাল রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি অন্তর থকেে সত্যভাবে এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ’ (কোন উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া এবং মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও রাসূল) আল্লাহ তাকে জাহান্নামরে জন্য হারাম করে দবিনে।”

ষষ্ঠ শর্ত: একনষ্ঠিতা

ইখলাস বা একনষ্ঠিতা হলো আমলকে যাবতীয় শর্িকরে পঙ্কলিতা থকেে মুক্ত করা। মহান আল্লাহ বলনে:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

“জনেে রখেো, একনষ্ঠি ধর্ম আল্লাহরই।”[সূরা যুমার: ১৪]

সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি: তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “আমার সুপারশি পয়েে সর্বাধকি সৌভাগ্যবান হবে ঐ ব্যক্তি যে ইখলাসরে সাথে অন্তর থকেে বা মন থকেে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে।”

সপ্তম শর্ত: ভালোবাসা

এই কালমিাকে, এই কালমিার দাবকিে, এই কালমিার নর্িদশেনাকে, এই কালমিা অনুযায়ী আমলকারীকে এবং কালমিার শর্ত মনেে চলা ব্যক্তকিে ভালোবাসা এবং যা কছিু কালমিার বপিরীতে যায় সটোকে ঘৃণা করা। মহান আল্লাহ বলনে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

“আর মানুষরে মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদরেকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনছেে তারা আল্লাহকে সবচয়েে বশেি ভালোবাসে।”[সূরা বাকারা: ১৬৫]

আল্লাহ জানয়িছেনে যে, যারা ঈমান এনছেে তারা আল্লাহকে বশেি ভালোবাসে; কারণ তারা আল্লাহর ভালোবাসায় কাউকে শরীক করনে যমেনভিাবে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবদিার মুশরকিরা করছে। যে মুশরকিরো আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে সমকক্ষ হসিবেে গ্রহণ করছেে এবং আল্লাহর মত তাদরেকওে ভালোবসেছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলমিে আছে: আনাস রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “তোমাদরে কউে ততক্ষণ

পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান, পিতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে প্রিয় হবো।”

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।